যুগান্তর

তারিখ ...26 JUL 2015...
পৃষ্ঠা ...১৮... কলাম ...৬...

আঙ্গারিয়া বিদ্যালয়ের টাকা আত্মসাৎ মামলা

চার শিক্ষক পলাতক থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

বিদ্যালয়ের জমি বিক্রির টাকা আত্মসাতের দায়ে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক করা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে শরীয়তপুর পৌর এলাকার আঙ্গারিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের সভাপতি, পৌরসভার মেয়র, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও দুই সহকারী শিক্ষকসহ ১২ জন পলাতক রয়েছেন। আদালতের ধার্য করা তারিখে হাজির না হওয়ায় শরীয়তপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিশেষ সিনিয়র জজ আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন। গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকায় চার শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে পলাতক থাকায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এতে করে হাজারও শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। মামলার বিবরণে জানা যায়, শরীয়তপুর পৌর এলাকার উত্তর মধ্যপাড়া মৌজায় আঙ্গারিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের ৩ একর ৭১ শতাংশ (প্রায় ১২ বিঘা) জমি রয়েছে। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি শরীয়তপুর পৌরসভার মেয়র এবং তার আপন ভাতিজা একই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার কামাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো অনুমতি ছাড়াই ইচ্ছামাফিক দুটি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় একটি ভুয়া রেজুলেশন দেখিয়ে তাদের পছন্দের সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে জে. সরদার কর্পোরেশনের স্বত্বাধিকারী জাহাঙ্গীর সরদার ও তার ভাই আবদুস সালাম সরদারের কাছে ওই জমি সমুদয় পানির দামে বিক্রি করে। জমির বর্তমান বাজারমূল্যে অন্তত ৮ কোটি টাকা। এ জমি মাত্র দেড় কোটি টাকায় বিক্রি দেখিয়ে সে টাকা ২ বছর পর্যন্ত বিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যাংক হিসাব নাম্বারে জমা করেননি। মামলার বিবরণ থেকে আরও জানা যায়, জমি বিক্রির কিছু দিন আগে শ্রেণী পরিবর্তন করে নাম জারি (মিউটেশন) করানো হয়। দুদকের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে জমির সর্বনিম্ন সরকারি মূল্য ছিল ৪ কোটি ৫৭ লাখ ৪০ হাজার টাকা।